JAN 31 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের এমপিওভুক্তি॥ সম্মানজনক সমাধান হচ্ছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত বেসরকারী শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির বিষয়ে বরফ গলতে শুরু করেছে। শিক্ষক আন্দোলন ও জাতীয় সংসদে সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের জোরাল দাবির প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় ইস্যু হবার আগেই বিষয়টির সম্মানজনক সমাধান খুঁজছে। সে ক্ষেত্রে ২৪ আগস্ট দু'হাজারের পর থেকে তৃতীয় বিভাগধারী কোন ছাত্রকে আর শিক্ষক হিসাবে গণ্য করা

(১১ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত (প্রথম পাতার পর)

হবে না। কিন্তু ২৪ আগস্টের আগে তৃতীয় বিভাগধারী যেসব শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের শেষবারের মতো এমপিওভুক্ত করার চিন্তাভাবনা চলছে। শিক্ষা সচিব ডঃ সা'দত হুসাইন মঙ্গলবার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করার পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতৃবৃন্দকে তিনি এই আশ্বাস দেন।

বিভিন্ন বেসরকারী শিক্ষক সংগঠন নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ বন্ধ হোক এটা তাঁরাও চান। কিন্তু ২৪ আগস্ট শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষক নেতাদের চুক্তির আগে যারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের অবশ্যই এমপিওভুক্ত করতে হবে। সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই দাবি মানতে অপারগতা প্রকাশ করে আসছে। কিন্তু গত ২০ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রী তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির ব্যাপারে খোদ সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হন। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এমন একটি তুচ্ছ ইস্যুতে শিক্ষকরা আন্দোলনে যাক এটা সরকারী দলের অনেক শীর্ষ নেতা ও সংসদ সদস্যরাও চাচ্ছেন না। তা ছাড়া দেশজুড়ে যে বিষয়টি মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে তা হলো একাধিক তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে পারলে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত শিক্ষককে কেন এমপিওভুক্ত করা হবে না! এ সবকিছু মিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে অনড় থাকার সিদ্ধান্ত ধরে রাখতে পারছে না বলে জানা যায়। শিক্ষা সচিবের সঙ্গে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার বৈঠক করে। ফেডারেশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সচিব ডঃ সা'দত হুসাইন ২৪ আগস্টের আগে নিয়োগপ্রাপ্ত তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষকদের ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া শুরুর আশ্বাস দিয়েছেন। এ ছাড়া গত জুলাই থেকে বকেয়াসহ শিক্ষকদের শতকরা ১০ ভাগ বর্ধিত বেতন প্রদানের প্রজ্ঞাপন জারির ঘোষণা দিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও ফেডারেশন নেতৃবৃন্দের মধ্যে সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, মোঃ আজিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ একেএম জহিরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আসাদুল হক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সমন্বয়কারী মোঃ সেলিম ভূইয়া বলেছেন, এটি একটি পাতানো খেলা। জোটের ৬ ফেব্রুয়ারির মহাসমাবেশ বানচাল করার জন্য এমন আশ্বাস দিয়ে শিক্ষকদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের এমপিওভুক্তির সুনির্দিষ্ট ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। জোটের উদ্যোগে আজ বুধবার মুক্তাঙ্গনে সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচী পালিত হবে। ৬ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে জোটের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।